হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

কাশ্মীর ছিল উত্তাল এখন অগ্নিগর্ভ। এ পরিস্থিতি আকস্মিক নয়, অনিবার্য। ভারতের মহান বৃহৎ ছাগলাদ্য রাজনৈতিক নেতাদের সৃষ্ট। এ ইতিহাসের রূপকথা নয়, সাম্প্রতিককালের অপরূপ কথা। জনগণ স্মৃতিভ্রষ্ট, তাই তার অনেক কথাই মনে থাকে না। রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা আত্মব্রঞ্চক, ভাবের ঘরে চুরি করে, জেনেও না জানার ভান করে।

- শিবপ্রসাদ রায়

বাংলার মহিলাদের ইজ্জত বাঁচাতে হিন্দু সংহতির

প্রথম মহিলা সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হিন্দু মা-বোনেদের উপর নানাবিধ মুসলিম অত্যাচারের উদ্বেগজনক খবর আসতে থাকায় হিন্দু সংহতির উদ্যোগে গত ১লা আগষ্ট রবিবার কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে এক বিশাল মহিলা সম্মেলন হয়ে গেল। বিভিন্ন জেলার দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে মহিলারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে এখানে এসে হলঘরটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করে আওয়াজ তুললেন 'জয় শ্রীরাম', 'ভারতমাতা কি জয়'।

প্রথমে সমবেত ওঁ ধ্বনি ও পরে মায়েদের উদ্দেশ্যে রচিত একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উঃ ২৪ পরগণার চৈতলের গৃহবধূ কমলা সাউ সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলার অত্যাচারিত মা বোনেদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করান এবং মহিলাদের সে কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এরপর সভামঞ্চে মহিলারাই এগিয়ে এসে নিজ নিজ এলাকার মুসলিম অত্যাচারের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। উঃ ২৪ পরগণার সন্দেশখালির অপহৃতা ১৪ বছরের নয়না সর্দারের মা মঞ্চে উঠে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি জানালেন কেমন করে রবিউল প্রথমে সন্দেশখালি ও পরে তার মামার বাড়ি থেকে নয়নাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। গত একবছর ধরে পুলিশ ও প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেও মেয়েকে উদ্ধার করতে না পারার যন্ত্রণা তিনি তুলে ধরেন সকলের কাছে। এরপর হাওড়া থেকে অর্পিতা প্রামাণিক, হুগলি থেকে সাবিত্রী রায়, দঃ ২৪ পরগণা থেকে লক্ষ্মী নস্কর, কাজল গোলদার, স্নেহা নস্কর, উঃ ২৪ পরগণা থেকে কাজল হালদার, বনগাঁ থেকে উমা মন্ডল, বাগদা থেকে লিপিকা বিশ্বাস, স্বরূপনগর চারঘাট থেকে সুচিত্রা মন্ডলেরা মুসলিম অত্যাচারের যে তথ্য তুলে ধরেন তা যেমন ভয়াবহ তেমন অশ্রুসজল। কোথাও হিন্দু মহিলাদের উপর শারীরিক নির্যাতন, কোথাও অপহরণ, কোথাও প্রতিবাদী মহিলাদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা এমনকি শান্তিপুরের মিদ্যেপাড়ার লিচুতলায় উন্মুক্ত রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে ১৩/১৪ বছরের স্কুল ছাত্রীদের ধর্ষণের ঘটনার কথা শুনে মহিলারা শিউরে ওঠেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মহিলাদের লড়াই করার

শেষাংশ ২য় পাতায়

দলনঘাটায় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে

মুসলিমদের দাঙ্গার মহড়া

গত ১৩ জুলাই ডায়মন্ডহারবারের কাছে দলনঘাটায় বিশাল হিন্দু জনসমাগমে চলছিল রথযাত্রা উৎসব। কিছু মুসলিম যুবক সেখানে হিন্দু মেয়েদের সাথে অশালীন ব্যবহার শুরু করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এইসব নিত্য ঘটনা। উৎসবে আসা বাহাদুরপুরের একটি হিন্দু মেয়ের শ্লীলতাহানি করলে হিন্দু মেয়েটি ঐ মুসলিম যুবককে চপেটাঘাত করে। এদিকে আবার আর একটি মুসলিম যুবক একজন হিন্দুর নার্সারি দোকানে চুরি করে ধরা পড়ে মেলা কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে। মেলা থেকে ঐ মুসলিম যুবককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারগুলি ওইখানেই মিটে যায়। কিন্তু দুটি হিন্দু ছেলেকে মুসলিমরা টার্গেট করে রাত্রির অন্ধকারে মুসলমান অধ্যুষিত ফকিরপাড়ায় অপহরণ করে নিয়ে চলে যায়। জানতে পেরে মেলা কমিটি পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে ঐ দুই অপহৃত হিন্দু যুবকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বারবার এই হার সহ্য করতে না পেরে হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলিমরা এবার অন্য পথ ধরে। তারা গ্রামের মসজিদের প্রস্রাবখানার কিছু টালি নিজেরাই ভেঙে এখানে ওখানে ছড়িয়ে দেয় ও মসজিদের ভিতর কিছু আবর্জনা জমা করে রাখে। তারপর তারা মাইকের মাধ্যমে চিৎকার করে বলতে থাকে যে ভাইসব, হিন্দুরা আমাদের মসজিদ আক্রমণ করে ভাঙচুর চালিয়েছে। দক্ষিণ বেরানদারি হেলেগাছি, চন্ডীপুর, একতারা, হটুগঞ্জ ও জুয়ারু প্রভৃতি গ্রামের মসজিদ থেকে এই একই অসত্য অবিরত প্রচার করা হয়। ফলে পরদিন ১৪ জুলাই ভোর তিনটা থেকেই বিশাল মুসলিম জনতা ফকিরপাড়ায় জমায়েত হয়। ভোরের নামাজ শেষ হতেই লুটতরাজ চালাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দু পাড়ায়। প্রথমেই জামবেড়িয়া, হাতিপাড়া, গোপাবাড়ি ও হটুগঞ্জের হিন্দু দোকানঘরগুলি ভেঙে তছ্নছ্ করে দেয়। এমনকি সকাল ৯টার মধ্যেই তারা জামবেড়িয়া, গোলাবাড়ি ও বাগাড়িয়া ও ভাণ্ডারী পাড়ার দুটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে দেয়। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ এসে ফকিরপাড়া মসজিদের চারপাশে জমায়েত হয়। কিন্তু উন্মত্ত মুসলিম জনতা ততক্ষণে কাকদ্বীপ যাওয়ার রাস্তায় (১১৭ নং জাতীয় সড়ক) হটুগঞ্জ মোড়ে সকাল ১১টা থেকে শুরু করে পথ অবরোধ ও

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

মুর্শিদাবাদের নতুন নাম মুসলিমাবাদ–
এক অশনি সঙ্কেত

পশ্চিমবঙ্গে যে তিনটি জেলা মুসলিম মেজরিটি হয়েছে মুর্শিদাবাদ তারমধ্যে একটি। এবার নাম পরিবর্তনের কাজটি পূর্ণ করলেন জেলাশাসক পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক। ২৯ জুলাই দৈনিক স্টেটসম্যান খবরে প্রকাশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবগত করার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের চিঠিতেই শীর্ষনাম ছাড়া সর্বত্রই মুসলিমাবাদ লেখা হয়েছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কেউ প্রশ্ন তোলেননি এবং যদি এটি ভুল হয় তার সংশোধনের দায়িত্বও কেউ না নিয়ে তারাও চিঠিতে সই করে দিয়েছে। এই বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে জেলাশাসক নিছক কম্পিউটারের ভুল বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চিঠির শীর্ষে ভুল হয়নি কেন? এর উত্তরে আছে এক অশনি সঙ্কেত। আজ চিঠির ভিতরে নামের ভুলটাই আগামীদিনে ঠিক হয়ে উপরে আসবে এবং তখন দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিয়েছে আর একটি পাকিস্তান। যেমনভাবে ৪৭ সালে যে যে অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটি ছিল সেটাকে নিয়েই পাকিস্তান গড়ার ডাক দেওয়া হয়েছিল এবং নেতারা একে ফ্যান্টাস্টিক ননসেন্স বলে উড়িয়ে দেন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এরকমই এক অশনি সঙ্কেত উঠে এল, মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে মুসলিমাবাদের নামের থেকে। ইতিপূর্বে একটি ধর্মীয় সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুর্শিদাবাদকে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র দেখিয়ে গ্লোব বিক্রি ও বিতরণ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশাসন ছিল নিষ্ক্রিয়।

কাশ্মীরে প্রতিটি বাড়ি হবে আমাদের বাঙ্কার

কাশ্মীরের উত্তাল পরিস্থিতি থিতিয়ে আসতে না আসতেই গত ১৩ই জুলাই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী রাজা ফারুক হায়দার খান উপরিউক্ত কথাটি বলেছেন হাজার হাজার মুসলিম জনগণের উপস্থিতিতে। বারোটি ভারতবিরোধী জঙ্গী সংগঠনের সংযুক্ত জিহাদ কাউন্সিল যার মধ্যে ২০০৮-এ মুম্বই আক্রমণে ১৬৬ জন ভারতীয়ের প্রাণ নেওয়া লস্কর-ই তৈবাও আছে। দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। এক—ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাশ্মীরের প্রতিটি বাড়িকে বাঙ্কার বানাব বলার পরও আমরা আর কতদিন এদেশে বাস করা জঙ্গী সংগঠন ও মনে প্রাণে পাকিস্তানীদের জন্য আমাদের দরদের ডালা সাজাবো? দুই—জঙ্গী সংগঠনগুলি আমেরিকার চাপে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হলেও প্রকাশ্যে কাজ করে চলেছে কি করে? উত্তরটি খুবই সোজা। জঙ্গী সংগঠনগুলিকে কাগজে কলমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও পাকিস্তান যে এদেরকেই ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে বা চলবে সে কথা বিশ্ব বুঝলেও ভারত সরকার বুঝতে অপারগ। তাই তারা আজও পাকিস্তানের কাছে ডসিয়ার পাঠায়। শান্তি আলোচনায় বসে। ধন্য আমাদের কূটনীতি, বিদেশনীতি।— *সূত্রঃ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস*

আমাদের কথা

দেশ বিভাজনের স্বাধীনতা

সংহতি সংবাদ যখন পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে তখন সব জায়গাতে স্বাধীনতার উৎসব পালিত হবে। তবে একটা হিসাব করতে হবে, আমরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম তার সফলতা বা ব্যর্থতা কোথায়। আজ স্বাধীনতার ছয় দশক পার করে তার হিসাবটা আমাদের করতে হবে। যে জাতি এই হিসাব বা ইতিহাস দেখে না তার ইতি ঘটে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে লাহোরে নেওয়া হয়েছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। সেদিন সেই প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন নেহেরু। যে মাটিতে প্রথম উঠেছিল স্বাধীন ভারতের তেরঙা পতাকা, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে, সেই চট্টগ্রামের মাটিতে আজ আর স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়ে না। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ মধ্যরাত্রের কথা? বৃটিশ সরকার গভীর রাত্রির কালো অন্ধকারে চুপি চুপি লাহোর সেন্ট্রাল জেলের পিছনের দরজা দিয়ে কালো কাপড়ে ঢাকা তিনটি মৃতদেহ বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ ঐ তিনটি মৃতদেহ ছিল শুকদেব, রাজগুরু আর ভগৎ সিং-এর। সেদিন রাত্রি সাড়ে সাতটায় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ঐ তিনজনের ফাঁসি দিয়েছিল বৃটিশ। ২১ বছরের প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে পাহাড়তলির মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। সঙ্গে লেখা চিরকুটে সে বলে গেছে, 'ভারত মা'-কে স্বাধীন করার জন্য অনেক পুত্র প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু এখনও ভারত মায়ের কোন কন্যা প্রাণ দেয়নি। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর যে মা-টিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে পড়েছিল মেয়েটির নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আর জায়গাটা? চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠ, নাম পাহাড়তলি। এরকম হাড় হিম করা লড়াই বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারত মায়ের সন্তানেরা প্রায় ২০০ বছর ধরে লড়েছে। কিন্তু কি এমন ঘটনা ঘটল যে লাহোর, চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের বাইরে হয়ে গেল? ভারত মায়ের এই যে কাটা অঙ্গ সেখান থেকে সমানে রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে আজ ক্যান্সার আক্রান্ত দেহকে রুধিবে কে?

১৯৪০ সালে লাহোরেই গৃহিত হয়েছিল পাকিস্তান প্রস্তাব। মাত্র সাত বছরের মধ্যে সেটা সম্ভব হল কী করে? একটাই মাধ্যম, সেটা হল 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন'। ১৯৪৬ সালে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' আর নোয়াখালির দাঙ্গা। এটাতেই ভয় পেয়ে গেলেন নেতা বোদ্ধারা। পাকিস্তান প্রস্তাব শুনে যে গান্ধীজী বলেছিলেন তাঁর দেহের উপর দিয়ে হবে আর লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়া নেহেরু খণ্ডিত স্বাধীনতা মেনে নিয়ে সব শেষ করে দিলেন। খণ্ডিত স্বাধীনতা মেনে নিয়ে তারাই পেল সব কিছু যাদের হারাতে হয়নি কিছু। আর যাদের রক্তের বিনিময়ে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়ে এই খণ্ডিত স্বাধীনতা এসেছিল তারা হল উদ্বাস্তু। দণ্ডকারণ্য, ননীতাল, আর মরিচঝাঁপির গুলিতে প্রাণ দিল। আর দেশ পেয়েও না গিয়ে ভারতের মাটি গেড়ে থেকে হল সংখ্যালঘু তকমাধারী। সেই সংখ্যালঘুরা যেখানে সংখ্যাগুরু হয়ে যাচ্ছে সেখানে বাকিদের থাকার অধিকার থাকছে না। কাশ্মীরের সাড়ে তিন লক্ষ পণ্ডিত একদিনের নোটিশে উদ্বাস্তু হয়ে দিল্লীর শরণার্থী শিবিরে দিন কাটাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক ব্লকে সংখ্যালঘুরা সংখ্যা গুরুতে পরিণত হয়েছে। তাই বহু গ্রাম নাম ব্রাহ্মণখণ্ড, রামকৃষ্ণপুর, যজ্ঞপুর কিন্তু কোন হিন্দু বাস করে না। মগরাহাট-১ ব্লকের মতো বহু ব্লকে বড় বড় বাড়ি পড়ে আছে। কার বাড়ি, হিন্দুর বাড়ি। তারা কোথায় গেল উন্নত জীবনের খোঁজে আমেরিকা নয়, মেয়ের সম্মান আর নিজের প্রাণ বাঁচাতে একটু পাশের এলাকায় সরে গেছে। তিনটি জেলা আজ মুসলমান সংখ্যাগুরু। তাই মুর্শিদাবাদের নামও পরিবর্তন করে মুসলিমবাদের চক্রান্ত। 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'—এটা হিন্দুরা মনে করে, কিন্তু মুসলমান মনে করে না। তাই বাঙালি হয়েও এক বাঙলায় থাকতে পারে না। ওরা আগেও মুসলমান পরেও মুসলমান। অতিবুদ্ধি বাঙালিরা হিন্দু হওয়ার অপরাধে লাথি খেয়ে এই বঙ্গে এসে ভাষা দিবস করে, দলিত মুসলমান ঐক্য করে। তাই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে চলছে হিন্দুর জমি দখল, মন্দির অপবিত্র করণ, মা বোনের অপহরণ। মুর্শিদাবাদের মানুষ আতঙ্কিত হয় এই শ্লোগানে 'টাকা রাখবি ব্যাঙ্কে, গরু রাখবি ক্যাম্পে, বউ রাখবি কোথায়?'

আজ বিড়াল মারলে অনেক সচেতন, সুচেতনার চেতনা ফেরে। মন্দিরে ছাগল কাটলে বলির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। কিন্তু গরু কাটলে সকলেই চুপ। আর গরুকে মা বলে পূজা করে হিন্দুরা। তাই সেই গোবৎসদের মারলে সুচেতনা, সুজাত, কুজাত, তেস্তা, ফেরেস্তারা কেউ কথা বলে না। তাদের যেন কোন অধিকার নেই। সব অধিকার আফতাব, আফজল, আজমল, রুকবাণুর, রিজাউন, রুবিয়া, রেজাউল, ইসরাত, সোহরাবুদ্দিনের, এদের জন্য সকলের চোখে জল। আইন এখানে নিষ্ক্রিয়। আর উগ্রপন্থীদের হাত থেকে দেশকে যারা বাঁচাতে যাবে তাদের কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে। সে কৃষ্ণকান্ত, সুকান্ত, সৌরভ কালিয়া, মোহনচাঁদ শর্মা, বানজারা যেই হোক না মারা গেলে সম্মান দেওয়া হবে না। বেঁচে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক পুলিশ অফিসারের বক্তব্য আর কিছু দিনের মধ্যে হিন্দুরাই সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। তখন একটাই বাদ থাকবে সেটা ইসলামা বাদ। আজকের সঙ্কল্প হোক আরব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নৌকা কিনতে ২৫ লক্ষ টাকা

লস্কর-ই তৈবার কোলম্যান হেডলি (বর্তমানে আমেরিকায় বন্দী) ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জেরার জবাবে দিয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সে জানিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর বিভাগ আই.এস.আই. ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিল লস্কর-ই তৈবাকে। এই টাকায় কেনা নৌকার সাহায্যে কাসভসহ ১০ জন সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের জলসীমা অতিক্রম করে ভারতীয় মৎস্যজীবিদের একটি নৌকা 'কুবের' দখল করে মুম্বই পৌঁছেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় হেডলিকে দুই ব্যক্তির কথাবার্তা শুনিয়ে জানতে চাওয়া হয় যে সে ওই দুই ব্যক্তিকে চেনে কিনা। হেডলি ওই দুই ব্যক্তির গলার স্বর শুনে বলে 'ওরা দুজন আই. এস.আই.-এর অফিসার ও তারা করাচি থেকে ভারতে প্রেরিত ১০ জন সন্ত্রাসবাদীর সাথে টানা ৬০ ঘণ্টা যোগাযোগ রেখে চলেছিল।' ভারতে জেরা চলাকালীন কাসভও জানিয়েছে যে সে পাকিস্তানের নৌবাহিনীর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিভাবে গভীর জলের তলায় ডুবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া যায়। একদিকে পাকিস্তান সরকারের সাথে সন্ত্রাসবাদী চক্রের যোগাযোগ প্রমাণিত অন্যদিকে পাশে বসিয়ে আমাদের বিদেশমন্ত্রীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করেছে অপমানিত—তবুও শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাবার নামে পাকিস্তানের হাতে পায়ে ধরার প্রক্রিয়া দেখে নাছোড়বান্দা জিন্নার পাকিস্তান দাবীর কাছে গান্ধীর হাতে পায়ে ধরার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। —সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ২২-৭-১০

শান্তিপুরে তিন হিন্দু ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ও বর্বরোচিত অত্যাচার

গত ১২ জুলাই নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার বেলিয়াডাঙ্গা গ্রাম তিনটি হিন্দু ছাত্রীর আর্তনাদে ভরে উঠেছিল। ঐ তিনটি হিন্দু ছাত্রী চৈতালি ঘোষ (১৩ বছর), পিতা কেষ্ট ঘোষ, সঙ্গীতা ঘোষ (১৩ বছর), পিতা দিলীপ ঘোষ, সুস্মিতা ঘোষ (১৪ বছর) পিতা অশোক ঘোষ। বেলিয়াডাঙ্গা গ্রামেই ওদের বাড়ি। ঐদিন আরো কিছু সহপাঠির সঙ্গে স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে দুপুর ১-০০ টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিল, যাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম ছাত্রীও ছিল। ফেরার পথে মুসলিমবহুল মিদ্দে পাড়া লিচুতলা দিয়ে চলছিল গাজীর মেলার শোভাযাত্রা। ঐ শোভাযাত্রা থেকে মুসলিম যুবকেরা হঠাৎ হতভাগ্য তিনটি মেয়েকে ধাক্কা মেরে সাইকেল থেকে ফেলে দেয়। এরপর তাদের পরণের পোষাক ছিঁড়ে দেয়, মুখে এবং সারা শরীরে মদ ঢেলে দেয়। অসহায় হিন্দু মেয়েরা কোন প্রতিরোধ করতে পারেনি।

হাতাশাগ্রস্থ বেলিয়াডাঙ্গার গ্রামবাসীবৃন্দ

এর পরের ঘটনা ভয়াবহ। মুসলিম যুবকেরা ঐ তিনটি বালিকার শ্লীলতাহানি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদেরকে বর্বরোচিত অত্যাচার চালালো প্রকাশ্য দিবালোকে। মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার কারণে কেউই সাহায্যের হাত বাড়াতে সাহস পায়নি।

খবর পেয়ে ওদের অভিভাবকেরা ছুটে যায় এবং দেখে তাদের আদরের বালিকারা রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। কোন রকমে একটি ট্রলিতে তাদের তুলে শান্তিপুর সরকারি হাসপাতালে আসার পথে মুসলিম যুবকেরা এই ট্রলিও আটকে দেয়। অভিভাবক কেষ্ট ঘোষ গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা ছাড়ার কথা বললে তাকে মারধোর করে। গাড়ি থেকে তার স্ত্রীকে টেনে নামায়, কাপড় ছিঁড়ে দেয়। মেয়ের দাদাকেও মারধর করে। ঘটনা জানাজানি হবার পর প্রায় হাজার খানেক হিন্দু জনতা শান্তিপুর থানা ঘেরাও করে দুষ্কৃতিদের শাস্তি দাবি করে কিন্তু পুলিশের নির্বিকার ভূমিকা দেখে তারা বাধ্য হয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এই সমস্ত কাজে নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত প্রশাসন ১৩ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। প্রশাসন গ্রামের হিন্দুদের ও পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানকে ডেকে এনে ঘটনা মিটিয়ে নেবার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু গ্রামবাসী কিছু বলতে গেলে তাদেরকে থামিয়ে কঠোর ভাষায় হুমকি দেয়। শোনা যায় এস.ডি.পি.ও. রাণাঘাট অংশুমান সাহা বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনকে হুঁশিয়ারি দেন এবং কেউ যদি এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও হুঙ্কার ছাড়েন। অপরদিকে রাস্তা দিয়ে চলার সময় মুসলিমরা হিন্দুদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা আছে।

তপনদার সফর ঘিরে আমেরিকায় উদ্দীপনা

আমাদের সভাপতি তপন ঘোষের আমেরিকা সফর ৫ই আগস্ট থেকে ২৬শে আগস্ট পর্যন্ত। ৪ আগস্ট তিনি রওনা হচ্ছেন। প্রতিদিনই আমেরিকা থেকে যেসব ফোন ও ই-মেল আসছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে যে তপনদার আমেরিকা সফর ঘিরে সেদেশে বসবাসকারী বহু হিন্দুর মধ্যে এক বিরাট উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার বেশ কিছু সংহতি সহযোগী দিনরাত পরিশ্রম করছেন তপনদার আমেরিকা সফরকে সফল করার জন্য। তপনদার জন্য বহু ছোট-বড় মিটিং-এর আয়োজন তো তাঁরা করছেনই, তাছাড়াও এই মিটিংগুলোতে তপনদার বক্তব্য রাখার জন্য বিভিন্ন পাওয়ার পয়েন্ট, স্লাইড শো প্রভৃতি তাঁরাই তৈরি করছেন।

হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় তপনদার সারা জীবনের কাজের বিবরণ দিয়ে একাধিক ফোল্ডার তৈরি হয়েছে। তাঁর কাজের বিস্তৃত বিবরণ 'হিন্দু মহাসভা অফ আমেরিকা' তাদের HMSA–নিউজ বুলেটিনে প্রকাশ করেছে। এই সফরের সবথেকে বড় সভাটি হবে ৮ আগস্ট নিউ ইয়র্কে। তপনদা, ডঃ সুব্রমণিয়ম স্বামী, গজেন্দ্র সোলাংকি ও আনন্দশঙ্কর পান্ডার ছবি দিয়ে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা কাগজে একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক, হিউস্টন, বস্টন, ওয়াশিংটন ডি সি, শিকাগো, ডালাস, নিউ জার্সি—এই সাতটি শহরে তপনদার কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরি হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েকটি শহরে কার্যক্রম ও জনসংযোগ হতে পারে। এগুলি প্রচার হওয়ার পর আরও অনেক শহর থেকে দাবী আসছে তপনদাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিশেষ করে আটলান্টা থেকে প্রবাসী হিন্দুরা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তপনদাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সংহতির স্থানীয় আয়োজকরা তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, যে এবার আর হল না। সামনের বার দেখা যাবে। আমেরিকার বাইরে ত্রিনিদাদ থেকেও তপনদাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান এসেছে।

আমরা হয়ত আমাদের কাগজের সীমিত পরিসরে তপনদার আমেরিকা প্রবাসের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে পারবো না। তাই সকলকে অনুরোধ জানাই যে আমাদের ওয়েবসাইটে (www.hindusamhati.org) এই সফরের বিবরণ ও ছবি দেখতে।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন আমেরিকা গিয়েছিলেন দৈব প্রেরণায় ও খালি হাতে, আর ফিরেছিলেন অধিকতর আত্মবিশ্বাস নিয়ে, ঠিক তেমনি আমরাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে তপনদার এই আমেরিকা সফর হোক সার্থক ফলপ্রসূ, আর তপনদাকে করুক আরও আত্মবিশ্বাসী। যা দিয়ে তিনি বাংলার হিন্দু সমাজকে অপমান ও উৎপীড়নের গহ্বর থেকে টেনে তুলে আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড় করানোর ভগবৎ নির্দিষ্ট কাজে সফল হন।

দরগামন্দির ও চারঘাটের হিন্দুরা

তপন কুমার ঘোষ

আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছি, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচার চলছে, হিন্দুরা মান সম্মান নিয়ে থাকতে পারছে না। বহু স্থানে পাকিস্তানের মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই আওয়াজ সকলে শুনতে পাচ্ছে না। ফলে এর বিরুদ্ধে সমাজে কোন প্রতিবাদের স্বর ফুটছে না। কারণ, যাদের উপর অত্যাচার হয়নি, তারা অনুভব করতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না এই অত্যাচারের কথা।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় বাংলাদেশ সীমার লাগোয়া স্বরূপনগর ব্লকে আছে চারঘাট অঞ্চল। এই অঞ্চলেই একটি গ্রাম বা পাড়ার নাম চারঘাট দরগাপাড়া। এখানে একটি মন্দির আছে। তার নাম দরগামন্দির। এখানে কোন এক পীরের দরগা আছে। সেই দরগার গায়ে লাগানো এই মন্দির। তাই এর নাম দরগামন্দির। এটুকু শুনেই অনেকে বলবেন—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কী অপূর্ব নিদর্শন! মুসলিমরা ওই দরগায় যায়, আর হিন্দুরা মন্দিরে যায়। কিন্তু এই দরগা, মন্দির সবই অবস্থিত হিন্দুদের একটি ৫৪ বিঘা ১৭ শতক দেবোত্তর সম্পত্তির উপর। ঠাকুরবর কামদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এই দেবোত্তর সম্পত্তি ভূমি আধিকারিকের দপ্তরে রেকর্ড আছে।

এই ৫৪ বিঘা ১৭ শতক সম্পত্তির উপর উক্ত দরগামন্দির ছাড়াও আছে আম, জাম ও বিরাট বাঁশ বাগান। আর আছে একটি আড়াই-তিন বিঘার ছোট খেলার মাঠ, যাতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের ছেলেরাই খেলাধূলা করে। এছাড়া এই খেলার মাঠে বৎসরে কয়েকবার হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হয়।

তাহলে অসুবিধা কোথায়? নাঃ, কোথাও কোন অসুবিধা নেই। শুধু ওই যে ফল ও বিরাট বাঁশবাগান—ওগুলো ভোগ করে শেখ মোবাস্সের হোসেন; ওরফে লাল মিঞা। আগে সিপিএম করত। এখন? বুঝতেই পারছেন। পরিবর্তনের হাওয়া। তাই ঠিক বোঝা যায় না লাল মিঞা এখন কোন্ পার্টি করে। তবে স্থানীয় হিন্দুরা বলে, লাল মিঞা নাকি পাক্কা মৌলবাদী। সে যে ওই বিরাট দেবোত্তর সম্পত্তির বাগান ভোগ করছে তার কোন কাগজ আছে বা লিগাল রাইট আছে? ছিঃ! ওকথা জিজ্ঞাসা করতে আছে? সংখ্যালঘু ভাই না! তার লিগাল রাইটের কথা যে জিজ্ঞাসা করে সে নিশ্চয় সাম্প্রদায়িক। যাক, লাল মিঞা শুধু ওই বাগানই ভোগ করে না। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর সে ১১-১২ ঘর জাতভাইকেও বসিয়েছে। স্বধর্মে নিষ্ঠা ও স্বজাতি প্রীতি লাল মিঞার যথেষ্ট।

এই গল্পে লাল মিঞা ছাড়াও আরও অনেক পাত্রপাত্রী আছে। চারবছর আগে এই স্বরূপনগর থানায় ও.সি. (Officerf in Charge) ছিলেন জুলফিকার মোল্লা, অঞ্চল প্রধান ছিলেন সিপিএমের জাহানারা বেগম এবং ব্লক সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজীব মন্ডল। পাঠক, তাড়াহুড়ো করবেন না। শ্রীযুক্ত রাজীব মন্ডলও সংখ্যালঘু ভাই। তাঁর পিতার নাম জিয়াদ মন্ডল। এই ক'টি পাত্রপাত্রী নিয়েই গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। চারবছর আগে পবিত্র সংখ্যালঘু ভাইরা ওই বাগানের গাছ কাটছিল। আর তারই সঙ্গে তারা ওই দরগা মন্দিরের পাশে ভিত খুঁড়ছিল একটা মসজিদ করবে বলে। ওই স্থানটিও এই দেবোত্তর সম্পত্তির উপরেই। এই গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে বেশ কিছু বাগদি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। এরা বেশী লেখাপড়া শেখেনি। তাই পুরো সেকুলার হতে পারেনি। তারা গিয়ে বাধা দিল। বলল, হিন্দুর দেবোত্তর জায়গার উপর কার অনুমতি নিয়ে তোরা মসজিদ বানাচ্ছিস? বেচারা এই অশিক্ষিত হিন্দুরা জানে না যে স্বয়ং খোদাতালা ওদেরকে অনুমতি দিয়ে রেখেছেন গোটা দুনিয়াটাকে দার-উল্-ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের রাজ্য বানানোর। আর দেবোত্তর সম্পত্তি! আল্লা ছাড়া আর কোন দেবতা আছে নাকি? আল্লা ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে যে মানে, সে তো অংশীবাদী। সে তো

পাপিষ্ঠ। তাকে তো আল্লা জাহান্নমে পাঠাবেন। এসব না জানার ফলে ওই গ্রামবাসী হিন্দুরা বাধা দেওয়ার একটু চেষ্টা করেছিল। তার উপর ওই গাছ কাটায় বাধা দেওয়া। সুতরাং নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতায় আঘাত পড়ল। এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষার পবিত্র কর্তব্য গত ৩২ বছর ধরে তো এই রাজ্যে সিপিএম করে আসছে। এদের ২৪ পরগণার দুই জেলার সমস্ত নেতারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এপার বাংলার চলে এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন নিশ্চয়ই জানেন পাঠক। পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর এই ছিপিএম নেতারা বুঝতে পারলেন যে ওখানে ধর্মরিপেক্ষতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। এই পশ্চিমবাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতার বড়ই অভাব। তাই এপার বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৭ সালের পরে তাড়াতাড়ি করে এই বাংলায় চলে এসে ওই নেতারা এই মহান কাজে লেগে গিয়েছেন।

এই ছেকুলার ছিপিএম-দের হাতেই রাজ্যের ক্ষমতা। তার উপর স্বরূপনগর থানার ওসি সংখ্যালঘু ভাই। অঞ্চল প্রধান, সমিতি সভাপতি—তাঁরাও তাই। এ যেন ত্র্যহ্যস্পর্শ যোগ! এ যেন এক রাশিতে চার নক্ষত্রের সমাহার। সুতরাং মাহেন্দ্রক্ষণ বৃথা গেল না। ওই গাছ কাটায় বাধা দেওয়ার অভিযোগে জুলফিকার মোল্লা সাহেব ৭ জন হিন্দুর নামে ক্রিমিনাল কেস্ দিলেন। গ্রেপ্তার করলেন না। শুধু তাড়িয়ে বেড়ালেন। গ্রেফতার করলে তো আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওদেরকে জেলে পাঠানো তো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তো অন্য কিছু। তাই সাতজনের নামে কেস্ দিয়ে রাতে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি হানা দেওয়া। পুরুষমানুষদের গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো। ওই তাড়া খেয়ে গোটা পঁচিশেক ছেলে গ্রামছাড়া হল। হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হল। ১৪ দিন পর তারা কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে গ্রামে ফিরল। আর ওই ১৫ দিনের মধ্যেই হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তির উপর ওই মসজিদটা তৈরি হয়ে গেল এবং মাইকও লেগে গেল। মহান ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা হল। আর ওই মন্দিরের চাবি চলে গেল সংখ্যালঘু ভাইদের হাতে। হিন্দু মায়েরা পূজা দিতে বা সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে ওদের কাছে হাত পেতে অনুনয় বিনয় করে তবে চাবি পায়। আহা, ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য এটুকু করবে না!

তারপর বছর চারেক গেল দুঃখে সুখে কেটে। ছেলেরা মাঠে বল খেলে। এখন মসজিদটা নতুন তৈরি হওয়ায় মসজিদের গায়ে বল লাগে। সংখ্যালঘু ভাইদের প্রাণে ব্যথা লাগে। আর রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষতা ওই বলের আঘাতে কাঁচের বাসনের মত ঝন্‌ঝন্ করে। ছোট ছেলেগুলো বোঝে না এসব কথা। তাই তারা বল খেলে। সুতরাং সংখ্যালঘু ভাইদের কথামতোই স্থির হয় যে খেলার মাঠে মসজিদের দিকটায় নেট বা জাল লাগিয়ে দিতে হবে যাতে মসজিদে বল না লাগে। অবশ্য জাল লাগানোর দায়িত্ব, মসজিদকে রক্ষা করার দায়িত্ব সংখ্যালঘু ভাইদের নয়। ওটা হিন্দুদেরকেই লাগাতে হবে। সেইমত গরীব হিন্দুরা পয়সা দিয়ে জাল কিনে লাগিয়ে দিল। ছেলেরা খেলে। বল আর মসজিদের গায়ে লাগে না।

গত ৯ই জুলাই, পবিত্র শুক্রবার, মন্টু ভাই আসে নামাজ পড়তে। মন্টু ভাই-এর ভাল নাম আলি হোসেন। আমাদের সেই প্রভাবশালী লাল মিঞার ভাই। মন্টু দেখে মসজিদ জাল দিয়ে ঘেরা। তার মনে হল, যেন পবিত্র মসজিদ জালে বদ্ধ। নেটটা কারা লাগিয়েছে, কেন লাগিয়েছে, কাদের কথায় লাগিয়েছে—এসব খোঁজ নেওয়ার সে দরকার মনে করল না। সে হুঙ্কার দিল—কে রে মসজিদের সামনে জাল লাগিয়েছ? তারপর সে অপেক্ষা না করেই নেটটা টেনে ছিঁড়ে দিল। ছোট ছেলেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকল।

তাদের বাপ-কাকারা মাঠ-ঘাটের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে জানতে পারল যে লাল মিঞার ভাই মন্টু নেট ছিঁড়ে দিয়েছে। নেটের দাম বড় কম নয়। এই গরীব মানুষগুলোর গায়ে লাগল। তারা ক'জন দলবেঁধে বিকালে মন্টুর দোকানে গেল। মন্টুকে তারা জিজ্ঞাসা করল যে, মুসলমানদের কথাতেই তো নেট লাগানো হয়েছে। সেই নেট মন্টু ছিঁড়ে দিল কেন? মন্টু বলল, যা করেছি বেশ করেছি। তোদের কী করার আছে? তর্কাতর্কি লেগে গেল। মন্টু দোকান থেকে বেরিয়ে এল। সামান্য ধাক্কাধাক্কি হল। লাইট পোস্টে লেগে মন্টুর চোখের উপর ভ্রুর কাছে সামান্য, অতি সামান্য একটু কেটে গেল। সেটাকে কাটাও বলা যায় না, ছড়ে যাওয়া। মন্টু 'সবাইকে দেখে নেব' হুমকি দিতে দিতে স্থানীয় গ্রামীণ হেলথ্ সেন্টারে গেল ইনজুরি রিপোর্ট লেখাতে। ডাক্তারবাবু বললেন, কিছুই হয়নি, কী রিপোর্ট লিখব? মন্টু আর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেল। সেখানকার ডাক্তারও ইনজুরি রিপোর্ট দিলেন না। এইবার চিত্রনাট্যে আবির্ভূত হলেন আর এক মহান চরিত্র। ইনি সংখ্যালঘু ভাই নন। ইনি হিন্দু নামধারী, স্থানীয় লোকেরা যাকে পা-চাটা দালাল বলে। এর নাম প্রভাত পরামাণিক, ওরফে মেজবাবু। ইনি স্বরূপনগর থানার অধীনে চারঘাট ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার। এক বছর হল এই দায়িত্বে এসেছেন। ইনি চারঘাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ধমক দিয়ে মন্টু ওরফে আলি হোসেনের ইনজুরি রিপোর্ট লেখাতে বাধ্য করলেন।

পুলিশ নামের মহান নিদর্শন এই প্রভাত পরামাণিক এইবার চারঘাটে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার মহান দায়িত্বে নেমে পড়লেন। আলি ভাইয়ের ভ্রু-র কাছে ছড়ে গিয়েছে! তাও আবার লাইট পোস্টে লেগে! এতবড় অপরাধ! সুতরাং প্রভাত পরামাণিক ১১ জন হিন্দুর নামে কেস্ দিলেন। ধারা ৪৪৭/৪২৭/৩২৫/৫০৬/৩৪। জামিন অযোগ্য ধারা। আসামীরা হল—বিজয় দাস, রাধাপদ দাস, সুশান্ত মন্ডল, রণজিৎ বাইন, ভুট্টো হাজরা, বিশ্বজিৎ বাইন, অভিজিৎ বাইন, ডাক্তার, দীপক, গোঁসাই বাইন ও মুক্তি বাইন।

শুরু হয়ে গেল প্রভাত পরামাণিকের অ্যাকশন। অবশ্য স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে লাল মিঞার কাছ থেকে এই কাজের জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা সেলামী পেয়েছেন। শুরু হয়ে গেল প্রতি রাত্রে হিন্দু পাড়ায় পুলিশের গাড়ি নিয়ে হানা। হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অত্যাচার ও ধমকানি। প্রভাত পরামাণিকের অকথ্য গালাগালি। ছেলেরা পালালো। মেয়েরা বাধা দিল। জোরালো বাধা দিল। সুতরাং সেদিন পরামাণিক মুখ ব্যাজার করে ফিরে গেলেন। রিপোর্ট গেল থানায়। ইতিমধ্যে স্বরূপনগর থানায় বড়বাবু বদল হয়েছেন। জুলফিকার মোল্লার পরিবর্তে এসেছেন ওয়াজেদ আলি। গত চৈত্র সংক্রান্তির হিন্দুদের মেলার মঞ্চ এই আলি সাহেবই জোর করে ভেঙে দেন। সুতরাং পরামাণিকের সহযোগিতার অভাব হল না। পরেরদিন তিন গাড়ি মহিলা পুলিশ নিয়ে পরামাণিক হিন্দু পাড়ায় এসে চোটপাট করতে লাগলেন। গ্রাম পুরুষশূন্য। হিন্দু মেয়েদের শুনতে হচ্ছে একদিকে পুলিশের গালাগালি, অন্যদিকে সংখ্যালঘু ভাইদের বহুরকমের মন্তব্য, উক্তি ও কটূক্তি। এই উক্তিগুলি শুধু নোংরা শব্দের গালাগালি নয়। এই উক্তি ও মন্তব্যগুলিতে তারা তাদের বহু প্রাণের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করছে। ওপার বাংলায় সেই ইচ্ছাগুলো তো তারা পূরণ করেছে। এপার বাংলায়ও ধানতলা বানতলা বহু জায়গায় তার ট্রায়াল হয়ে গিয়েছে। চারঘাটেও তাদের সেই ইচ্ছাগুলোকে তারা পূরণ করতে চায়।

এই লেখা পর্যন্ত একই পরিস্থিতি। গ্রামের সব হিন্দু পুরুষরা পলাতক, গ্রামছাড়া। সবাই গরীব, দিন আনা দিন খাওয়া। তাই তাদের বাড়ির মেয়েরা নেভানো উনুনে খালি হাঁড়ি চড়িয়ে রেখে তাদের বাচ্চাদের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পান্তা না পেয়ে তাদের বুকের দুধও যে শুকিয়ে গেছে।

তারা সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি সকলের দরজায় দরজায় ঘুরেছে। ঐ অঞ্চলে বিজেপিরও দুজন পঞ্চায়েত সদস্য আছে। কোথাও তারা একটু সান্ত্বনা বাক্যও শুনতে পায়নি। সবাই যে বড় ব্যস্ত মহান ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাটা উঁচু করে ধরে রাখতে। তাই ওই চারঘাটের গরীব হিন্দুরা খুঁজতে খুঁজতে এসেছে হিন্দু সংহতির দপ্তরে। কিন্তু হিন্দু সংহতি কি পারবে এদের বাঁচাতে? ওই মায়েদের শুকনো বুকে একটু দুধ এনে দিতে? হে ভগবান, আর কেউ তো করবে না। এদের জন্য কিছু করতে গেলে, কিছু বলতে গেলে যে মিঞা ভাইদের বিরুদ্ধে বলতে হবে! তাতে যে গায়ে সাম্প্রদায়িক তক্‌মা লেগে যাবে। একমাত্র হিন্দু সংহতিই তো আছে নিজের গায়ে সাম্প্রদায়িক তক্‌মা নেওয়ার জন্য। তাই তো হিন্দুরা যেখানে অত্যাচারিত বিপন্ন হচ্ছে, এই সংহতির কাছে আসছে। হে ভগবান, হিন্দুর এই দুর্দশা, এই অপমান আর দেখা যায় না। তাই আমাদের হয় শক্তি দাও, নাহয় আমাদের শেষ করে দাও।

প্রথম পাতার শেষাংশ

মুসলিমদের দাঙ্গার মহড়া

বলপূর্বক সেখানে সমস্ত হিন্দু দোকানদারদের দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য করে। পঞ্চাশের অধিক গাড়ি ও জিপ ভাঙচুর করা হয়। এই সময় তাদের কাছে প্রচুর দেশী বোমা ও পাথর মজুত ছিল। এদের সাথে এবার যোগ দেয় মগরাহাট ও লালপুর থেকে কুখ্যাত সেলিমের নেতৃত্বে গোলাবারুদসহ মুসলিম দুষ্কৃতিদের আরও একটি দল। বেলা ১২টায় পুলিশ হটুগঞ্জে এসে পথ অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। ফলে উন্মত্ত মুসলিম জনতা পুলিশের দিকে পাথরবৃষ্টি শুরু করে। ডায়মন্ড হারবার থানার ওসি সঞ্জীব ব্যানার্জী গুরুতরভাবে জমখ হন এবং তার সাথে আটজন পুলিশও আহত হয়। শুধু তাই নয় পুলিশের একটি জিপকে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করার পরে পুলিশের বেতার সেটটিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশ এবার শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। তারপর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের শেলও ফাটায়। ইতিমধ্যে চলে আসে র‍্যাফ। ১৪৪ ধারা জারি করার পর পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণে আসে। তাণ্ডবসৃষ্টিকারী ২০ জন মুসলিম দুষ্কৃতিকে ঐস্থানে পুলিশ গ্রেফতারও করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আগাম মুসলিম শাসনের মহড়া যা চলছে তারই পুনরাবৃত্তি হল। দুপুরে সর্বদলীয় বৈঠকের পর ঐসব মুসলিম দুষ্কৃতিদের সবাইকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কচুবেড়িয়া, শ্যামবসুর চক ও কুলপি সহ সমগ্র ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় তখনও আবহাওয়া ছিল থমথমে। এতবড় স্পর্শকাতর ঘটনায় পুলিশ সুপার লক্ষ্মীনারায়ণ মিনার নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকলেও জেলাশাসক খলিল আহমেদের ভূমিকা ছিল সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট। কারণটি সহজেই অনুমেয়।

এবার এল ২১ জুলাই। ফিরতি রথযাত্রার দিন। ১৪ জুলাই মুসলিম দুষ্কৃতিকারীদের সংঘটিত দুটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহ ভাঙচুর, পুলিশের উপর আক্রমণ ও তাদের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ও জনসাধারণের সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে দলনঘাটায় ছিল আতঙ্কের বাতাবরণ। তাই মনে হয়েছিল এবার ফিরতি রথের দিন হয়ত আর সেরকম হিন্দু জনসমাগম হবে না। এই অবস্থায় হিন্দু সংহতির কর্মীরা এগিয়ে এল। গ্রামে গ্রামে মিটিং করে তারা হিন্দু জনসাধারণকে ভয়মুক্ত হয়ে রথযাত্রা উৎসবে যোগদান করতে উৎসাহ জুগিয়ে চলল। এমনকি গ্রামের হিন্দুদের কাছে তারা অঙ্গীকার করল যে রথযাত্রা উৎসবে হিন্দুর উপর যে কোন আক্রমণ তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। ফলে আতঙ্কমুক্ত হিন্দুরা আগের মত বিপুল সংখ্যায় ফিরতি রথযাত্রা উৎসবে যোগদান করল। হিন্দু মেয়েরাও জড়ো হলো অধিক সংখ্যায়। হিন্দুরা যে কাপুরুষ নয় সংহতি কর্মীদের প্রয়াসে সে কথাই প্রমাণিত হল।

এদিকে ২০ জুলাই সন্ধ্যাবেলা থেকে খবর আসতে লাগল যে মুসলিম দুষ্কৃতিদের একটি বড় দল অস্ত্রশস্ত্র সমেত দলনঘাটায় আবার আক্রমণ করতে আসতে পারে। তাই উৎসবের দিন সকাল থেকেই ৪০০-র বেশী হিন্দু সংহতির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দল উৎসবস্থানে সমবেত হয়। তারা মেলায় স্টল খুলে মাইকের মাধ্যমে নানাবিধ উৎসাহমূলক ঘোষণা, ভাষণ ও সাধু সন্ন্যাসীদের দিয়ে ধর্মকথার আসরেরও আয়োজন করে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশও উপস্থিত ছিল। সংহতি কর্মীরা নির্ভয় চিত্তে রথযাত্রার পথ পরিক্রমা ও মেলা স্থানটির উপর কড়া নজরদারী বহাল রাখে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল দুপুর পর্যন্ত পুলিশ সংহতি কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করলেও হিন্দু বিরোধী শক্তির প্ররোচনায় দুপুরের পর থেকে পুলিশের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে তারা সংহতি কর্মীদের ভাষণ বন্ধ করতে বলে। এই সময় পুলিশের সাথে সংহতি কর্মীদের উত্তপ্ত তর্কাতর্কি হয়। তারপর পুলিশ তাড়াতাড়ি উৎসব বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়। কুলপি থানার ওসি সূর্যশেখর চক্রবর্তী ও একজন সাব ইন্সপেক্টর এ.কে.মন্ডল এই সময় দুর্ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু এবার এগিয়ে আসে মেলায় সমবেত হিন্দু জনগণ। তারা পুলিশের এই কাজের প্রতিবাদ জানায়। হিন্দু জনগণের এই সমবেত প্রতিবাদে পুলিশ অবশেষে হার মানে। যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবেই রথযাত্রা উৎসব সমাপ্ত হয়। সেদিনের উৎসব মেলায় উপস্থিত থেকে ভাষণের মাধ্যমে যারা হিন্দু জনগণকে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের মধ্যে গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ মদন প্রভুজী, হিন্দু সংহতির নেতা উপানন্দ ব্রহ্মচারী ও অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস অন্যতম। দালানঘাটায় হিন্দু জনগণ বিশেষ করে হিন্দু সংহতি কর্মীদের আস্থা ও মনোবল বর্তমানে তুঙ্গে।

নাগরিকত্বের দাবীতে
হিন্দু সংহতির ডেপুটেশন

মুসলমানের অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে এপার বাংলায় হিন্দুরা এসেছে সর্বস্ব খুইয়ে এমনকি মা বোনের ইজ্জত খুইয়ে। আজও চলছে সে স্রোত। এখানে এসেও তারা আরও এক নির্যাতনের শিকার। ভারত সরকারের ২০০৩ সালের নাগরিক সংশোধনী আইন দিয়ে হাজার হাজার হিন্দুর নাগরিকত্ব আটকে রাখা হয়েছে। এরা তো অনুপ্রবেশকারী নয়। অথচ যে সমস্ত মুসলিম অনুপ্রবেশ করে এ দেশের সর্বনাশ করে যাচ্ছে তারা দরাজ হাতে পেয়ে যাচ্ছে এ দেশের নাগরিকত্ব। গাইঘাটার হাজার হাজার হিন্দুর নাগরিকত্বের দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসে হিন্দু সংহতি।

নগরিকত্বের দাবী নিয়ে বি.ডি.ও.-র কাছে একটি জোরালো ডেপুটেশন দিতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে হিন্দু সংহতি। সেই অনুসারে গত ২৭শে জুলাই সোমবার হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে গাইঘাটার হাজার হাজার বঞ্চিত হিন্দুদের, সঙ্গে নিয়ে এক বিশাল মিছিল সহকারে গাইঘাটা বিধানসভার চাঁদপাড়া বি.ডি.ও. অফিসের দিকে অগ্রসর হয়। দাবী আদায়ের জন্য যশোহর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচী চলে। ঐ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অশোক পাল চৌধুরী, দুলাল সমাদ্দার, অজিত অধিকারী, মন্মথ বাছাড়, সুষেন বিশ্বাস প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট, এ.ভি.পি.আই. সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরে নিত্যরঞ্জন দাশ ও সুজিত মাইতির নেতৃত্বে হিন্দু সংহতির এক প্রতিনিধিদল চাঁদপাড়া বি.ডি.ও.কে হাজার হাজার বঞ্চিত হিন্দুর দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। বি.ডি.ও.-র সাথে আলোচনায় নেতৃবৃন্দ হিন্দুর দাবীগুলি যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করেন। বি.ডি.ও. ধৈর্য্য সহকারে নেতৃত্বের যুক্তিগুলি অনুধাবন করেন ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। আমাদের মূল দাবী ছিল ঃ (১) দেশভাগের বলিপ্রাপ্ত হিন্দুদের সন, তারিখ নির্বিশেষে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব দিতে হবে। (২) ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (৩) উদ্বাস্তু হিন্দুদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা চলবে না।

মসজিদ তৈরির অপচেষ্টা
আটকালো সংহতির কর্মীরা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাগদা থানার টাকশালী গ্রামের পাশেই একটি মেলার মাঠে দীর্ঘ প্রায় তিন-চার দশক ধরে হিন্দুদের চৈত্র মেলা ও মুসলিমদের গাজীর মেলা হয়ে আসছে। কিছু বহিরাগত মুসলিম মৌলবীদের প্রায় মাসখানেক ধরে আনাগোনা দেখে গ্রামের হিন্দুরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলো ওখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। তখন হিন্দু সংহতির কর্মী ও গ্রামবাসীরা জমির মালিক ওতাহাজেল মন্ডলের বিধবা স্ত্রী মনোয়ারা মন্ডল ও তার পুত্রদের বুঝিয়ে জমিটি কিনে নিতে সক্ষম হয়। ঐ জমিতে একটি অঙ্গনওয়ারী স্কুল ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হবে। গ্রামবাসীবৃন্দদের সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সেই টাকা মনোয়ারা মন্ডলের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং স্কুলের নামে জমির দানপত্র করে নেয়। ৯নং টাকশালী মৌজার দাগ নং ৮৪৬ খতিয়ান নং ৭২৩। ইতিমধ্যে এই জমিতে স্কুল চালু হয়েছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালুর দাবীতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও হিন্দুদের নিয়ে গত ২৬ জুলাই এই জমিতে একটি সভা করা হয়। সভায় সংহতির পক্ষে সুসেন বিশ্বাস উপস্থিত থাকেন।

খাওয়ার নাম সম্প্রীতি!

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুরিয়া থানার চাতরা অঞ্চল। ৪ জুলাই উত্তর চাতরার সুতানটি পাড়, সাফিয়া পরভীন-এর বাবার বাৎসরিক কাজে ৩ জন হিন্দুর সন্তানকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমাই মন্ডলের নাতনি (৭ বছর), অনুকূল বালার ছেলে অসিত বালা (১২ বছর), সাধন সিকদার-এর মেয়ে তনুশ্রী (১০ বছর)। খাওয়ার পর মুসলমান বাচ্চারা তাদের জিজ্ঞাসা করে কি খেলিরে! হিন্দু শিশুরা বলে, কেন মাংস খেলাম। তখন ছোট ছোট মুসলিম ছেলেরা হাসতে হাসতে বলে, না। না। তোরা গোস্ত খেয়েছিস। এইরকমভাবে অবুঝ বাচ্চাদের গোমাংস খাইয়ে তাদের অপমানিত করা হয়। খাওয়ানোর মধ্যে ছিল ইচ্ছাকৃত ধর্মীয় ভাবে আঘাত করা। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া দানা বেঁধেছে। এরকম ঘটনায় সম্প্রীতি হয় না সংঘর্ষকেই ডেকে আনে।

রুশদিকে অনুরোধ

ইসলামের সমালোচনা করে 'সলমন রুশদি' লিখেছিলেন 'শয়তানের পদাবলি'। তার মৃত্যুর ফতোয়া জারি করলেন ইরানের খোমেইনি ১৯৮৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ১৯৯৮ সালে ইরান সরকার জানায় ফতোয়া প্রত্যাহারের এক্তিয়ার তাদের নেই। কিন্তু রুশদিকে কেউ যদি হত্যা করতে চায় তাকে সরকারের তরফে বাধাও দেওয়া হবে না, সাহায্যও করা হবে না। এই ঘোষনার পর রুশদি একটু একুট করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেও তার বিরুদ্ধে ফতোয়া আজও ঝুলছে। ১৯৯৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবন পেয়েও রুশদি ভয়ে কিছু লেখেননি। এবার নাকি ফতোয়া জীবনের কাহিনী লিখবেন ভেবেছেন। খ্রীষ্টানদের একটি ফতোয়ায় গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীও দীর্ঘ বন্দীজীবন কাটিয়েছেন। ইসলামের ফতোয়ায় রুশদির মত কতজন প্রাণভয়ে এখনও লন্ডনে নির্বাসনের জীবন কাটাচ্ছেন-এইসব বাস্তব কাহিনী নিয়ে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করি।

প্রথম পাতার শেষাংশ

প্রথম মহিলা সম্মেলন

সঙ্কল্পের ঘোষণায় সমগ্র হলঘর করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ভারতমাতা মন্দিরের সাধিকা স্মৃতিকণা পোদ্দার শিবাজীর মা জিজাবাই-এর উদাহরণ দিয়ে বাংলার মায়েদের বীর্যবান সন্তান গঠনের আহ্বান জানান। হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় শ্রী তপন কুমার ঘোষ বাংলার মায়েদের কুঁকড়ে না থাকার পরামর্শের সাথে লড়াই করতে এগিয়ে আসা দুর্গত পরিবারের দেখভাল, তাদের কেসকাছারির তত্ত্বাবধান এবং সর্বোপরি তাদের যে কোন বিপদে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জয়নগরের সোনালি নস্কর ও সবশেষে সমবেত ওঁ এবং শান্তি ধ্বনির মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তির পর নতুন বল ও উদ্যম নিয়ে মহিলারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান।

একাত্ম বোধের প্রেরণায়

সংবাদে প্রকাশ মহারাষ্ট্র নির্মাণ সমিতির প্রধান রাজ ঠাকরের জন্মদিনে তাকে মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করা কোরাণ উপহার দিয়েছেন মৌলবিরা। ইঙ্গিতটি স্পষ্ট এবং সে কারণে মহারাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কংগ্রেস খুবই চিন্তিত। সে যাই হোক, বলা হচ্ছে, ঘটনাটি নাকি মরাঠি জনগণের সাথে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাত্মবোধের দৃষ্টান্ত।

আমাদের রাজ্যেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলার জনগণের সাথে একাত্মবোধের কত কাজই না করছেন। তাই আমাদেরও উচিত নয় কি এ রাজ্যের মোল্লা মৌলবীদের কাছে উর্দু/বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা 'গীতা' পাঠিয়ে সেই একাত্মবোধকে মজবুত করা?

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com